যারা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ---- শিক্ষামন্ত্রী

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স পরিষদের উদ্যোগে নগরীর একটি হোটেলে ঐকতান এর প্রক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

সিলেট ব্যুরো ঃ শত সীমাবদ্ধতায় মধ্য দিয়ে হলেও এমসি কলেজের উন্নয়নে যত টাকাই লাগে তার ব্যবস্থা করা হবে মন্তব্য করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ঐতিহ্যবাহী এই কলেজের অনেক ভবনই অকেজো হয়ে পড়েছে। তাই এমসি কলেজের উন্নয়নে ১২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

'আমি গতানুগতিক কাজ করতে মন্ত্রী হইনি, কঠিন চ্যালেঞ্জ নেয়াই আমার কাজ' উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা চাই ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও বঞ্চনা মুক্ত বাংলাদেশ। আর এই আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে বর্তমান প্রজন্মকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

তিনি গত শনিবার এমসি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও একাডেমিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এমসি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর বীরেশ চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহযোগি অধ্যাপক শামীমা আখতার চৌধুরী, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাবিবা আক্তার ও শাহনাজ বেগমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিটি মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. শহিদুল্লাহ তালুকদার, এমসি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আল হেলাল ভূঞা ও এমসি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরাগ কান্তি দেব।

এমসি কলেজের একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে শাহজালাল বিশববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা সম্পর্কে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন আছে। যারা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করবে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও মন্ত্রী জানান।

এমসি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন বলে গর্ব করেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমার সকল সাফল্যের পেছনে এমসি কলেজের অবদান রয়েছে, আর যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্য আমার অযোগ্যতাই দায়ী। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বর্তমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, গরীব মানুষের দেয়া করের টাকায় আপনারা লেখাপড়া করছেন। এর জন্য সমাজ ও দেশের কাছে আমরা সবাই দায়বদ্ধ। তাই আপনাদেরকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। এর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি বর্তমান সরকার চালু করেছে বলে মন্ত্রী জানান। খেলাধুলা মানসিক ও শারীরিক বিকাশে ভূমিকা রাখে এবং নৈতিকতা শিক্ষা দেয় বলে মন্তব্য করেন নুরুল ইসলাম নাহিদ।

অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে, এর জন্য বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি এমসি কলেজের মাঠ সুরক্ষার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমসি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, আতাউর রহমান, মোঃ সালেহ আহমদ, আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পঙ্কজ পুরকায়স্থ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন।

দক্ষিণ সুরমা, কুলাউড়া, বড়লেখা ও ওসমানীনগরে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, ৫৬ লক্ষ টাকার মালামাল লুট, আহত ৩

আমজাদ হোসাইন, সিলেট ব্যুরোঃ সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, কুলাউড়া, বড়লেখা ও ওসমানীনগরে ৪টি দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতরা বীরদর্পে ৬৪ ভরি স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করেছে।

দক্ষিণ সুরমার তেতলীতে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক লন্ডন প্রবাসীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ইউনিয়নের লালারগাঁও গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী ক্বারী আব্দুর রব-এর বাড়িতে। ডাকাত দল ২৯ ভরি স্বর্ণ, পাউন্ড, নগদ দুই লাখ টাকা, ৩টি মোবাইল সেট, আসবাবপত্র সহ প্রায় ৩০ লাখ টাকার মালামাল লুট করেছে। ডাকাতদের হামলায় ক্বারী আব্দুর রব-এর পুত্র লন্ডন প্রবাসী জাহাঙ্গীর আহমদ বিলাল (৩২) ও অপর পুত্র ব্যবসায়ী হেলাল আহমদ (৩৫) আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ঘটনার পর দক্ষিণ সুরমা থানা পুলিশ ও র‌্যাব-৯ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

জানা যায়, যুক্তরাজ্য প্রবাসী ক্বারী আব্দুর রব-এর স্ত্রী, পুত্র সম্প্রতি দেশে আসেন। গত বৃহস্পতিবার আব্দুর রউফের মেয়েরাও স্বামীর বাড়ি থেকে পিত্রালয়ে বেড়াতে আসেন। ওই দিন রাত প্রায় ২টার দিকে ২০ সদস্যের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল বাড়ির কলাপসিবল গেইটের তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বাঁধে এবং দুটি শিশুকে জিম্মি করে প্রাণে মারার ভয় দেখিয়ে আলমিরার চাবি নিয়ে লুটতরাজ চালায়। প্রবাসী বিলাল ও তার ভাই হেলাল আহমদ ধস্তাধস্তি করলে ডাকাত দল তাদেরকে হামলা চালিয়ে আহত করে। এ সময় ডাকাতরা আলমিরা থেকে প্রায় ২৯ ভরি স্বর্ণ, নগদ ২ লাখ টাকা, পাউন্ড, ৩টি মোবাইল সেট, কাপড়-চোপড় সহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে। ডাকাতরা লুটতরাজ শেষে পরিবারের সকল সদস্যকে একটি রুমে বদ্ধ করে নির্বিঘ্নে চলে যায়। ঘটনার পর পরই খবর শুনে দক্ষিণ সুরমা থানার অফিসার ইনচার্জ ইকবাল হায়াত রাত ৪টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কুলাউড়াঃ মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল ইউনিয়নের খাদিমপাড়া গ্রামে গত রোববার রাতে পুলিশের এক দারোগার বাড়িতে ডাকাতি সংঘটিত হয়। সংঘবদ্ধ ডাকাতদলটি স্বর্ণালংকার, মোবাইল ফোনসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।

বাড়ির মালিক সিলেট কোর্টে কর্মরত দারোগা হাসিম মিয়া জানান, রাত ২ টায় ১৫-১৬ জনের ডাকাত দলটি কেসি গেট ও দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পরিবারের সকল সদস্যকে একটি বাথরুমে ও ড্রয়িং রুমে আটকে রাখে। ঐসময় বাড়িতে দারোগার ছোট ভাই আবুল কালাম প্রতিরোধ করতে চাইলে ডাকাতরা তাকে মারধর করে। ডাকাতরা প্রায় ৪০ মিনিট ঘরের ভেতরে অবস্থান করে প্রায় ২৭ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ ৪০ হাজার টাকা, ২ টি মোবাইল সেটসহ প্রায় ১৫ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। খবর পেয়ে কুলাউড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

বড়লেখাঃ বড়লেখার সুজানগর ইউনিয়নের বাড্ডা ও বাঘেরকোনা গ্রামে গত রোববার রাতে একসাথে দু'বাড়ীতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা টাকা পয়সা, স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ৬ লাখ টাকার মালামাল লুট করেছে। ডাকাতদের হামলায় একজন গৃহকর্তা আহত হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, রাত প্রায় দু'টায় ৮/১০ জনের ডাকাত দল বাড়ীর কলাপসেবল গেট ভেঙ্গে বাড্ডা গ্রামের মৃত হোসেন আহমদের ছেলে ফয়সল আহমদের ঘরে ঢুকে। ফয়সল আহমদ জানান, ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে সবাইকে জিম্মি করে আলমারী ভেঙ্গে নগদ ৫২ হাজার টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল ফোনসহ প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল লুট করে। ডাকাতিতে বাঁধা দেয়ায় ডাকাতরা ফয়সল আহমদকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছে। রাতেই তাকে বড়লেখা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, একই রাতে পার্শ্ববর্তী বাঘেরকোনা গ্রামের মতিউর রহমানের বাড়ীতে ডাকাতরা হানা দেয়। সংঘবদ্ধ ডাকাতদল বাড়ীর লোকজনকে বেঁধে রেখে নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ২ লাখ টাকার মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে যায়। বড়লেখা থানার অফিসার ইনচার্জ কামরুল হাসান গত সোমবার সকালে ডাকাতি হওয়া বাড়ীগুলো পরিদর্শন করেন।

ওসমানীনগরঃ ওসমানীনগরের রাখালগঞ্জ বাজারে পাহারাদারের হাত পা বেঁধে দু'টি দোকান ডাকাতি করে ৫ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল। থানা পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত সন্দেহভাজন ২ জন হচ্ছে বাজারের পাহারাদার শাহ্ আলম (২৭) ও মালা মিয়া (৪০)। ওসমানীনগর থানা পুলিশ ও বাজারের ব্যবসায়ীদের স ত্রে জানা যায় গত রোববার রাত ৯ টায় প্রতিদিনের মতো ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে বাড়ীতে চলে গেলে গভীর রাতে একদল ডাকাত এসে পাহারাদারদের হাত পা বেঁধে পশ্চিম রোকনপুর গ্রামের তাহির আলীর পুত্র মোঃ হাফিজুর রহমান রানার মালিকানাধিন গ্রামীণ টেলিকম এন্ড গিফ্‌ট সেন্টারের দরজা ভেঙ্গে দোকান থেকে নগদ ২৫ হাজার টাকা, ৫১ টি নতুন মোবাইল হ্যান্ডসেট, ৪ টি ফ্লেক্সিলোডের ব্যবহৃত মোবাইল সেট, ১ টি কম্পিউটার সেট, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী ও দামী গিফ্‌ট সামগ্রী এবং নাগেকোনা গ্রামের ইর্শ্বাদ আলীর পুত্র হাফিজুর রহমানের দোকান হাজী ইর্শ্বাদ আলী এন্ড সন্স থেকে একই কায়দায় নগদ ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, মোবাইল কার্ড, গুড়ো দুধ, সিগারেট, ভোজ্য তেল, নারিকেল তেল ও সাবানসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। রাত ৩ টায় বিশ্বনাথ থানার বারাম আলীর পুত্র কর্ণাল মিয়া (২৮) হাফিজুর রহমান রানা মোবাইলে দোকান ডাকাতি হয়েছে জানালে রানাসহ অন্যান্য লোকজন এসে দোকান ডাকাতি হয়েছে বলে নিশ্চিত হন। এ ব্যাপারে গ্রামীণ টেলিকমের মালিক হাফিজুর রহমান রানা ওসমানীনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বিশ্বনাথে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে শ্রীঘরে

বিশ্বনাথ প্রতিনিধি ঃ বিশ্বনাথে অন্যকে ফাঁসাতে গিয়ে শ্রীঘরে যেতে হয়েছে সুজন মিয়া নামের এক যুবককে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-৯'র একটি দল অস্ত্রসহ গত ২১ জানুয়ারী শনিবার গভীর রাতে বিশ্বনাথের বরুনী গ্রামের মাসুক মিয়ার আঙ্গিনা থেকে তাকে আটক করেছে। সে সিলেটের পাইকারেরগাঁও গ্রামের মরহুম রইছ আলীর ছেলে। সুজনকে আটকের পর র‌্যাব গত ২২ জানুয়ারী রবিবার রাতে তাকে বিশ্বনাথ থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করেছে।

র‌্যাব সুজনের কাছ থেকে একটি বিদেশী রিভলবার ও একটি দেশীয় তৈরী দু'নলা ফাইভগান উদ্ধার করে। র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সুজনের সঙ্গীয় দক্ষিণ সুরমার কুতিপুর গ্রামের আনা মিয়া পালিয়ে যায়। এব্যাপারে রোববার রাতে র‌্যাবের এসআই আব্দুল হাকিম বাদী হয়ে দু'জনের নাম উল্লেখ করে বিশ্বনাথ থানায় মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং-৭ (তাং ২২/০১/১২ ইং)।

র‌্যাবের লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, মাসুক মিয়ার বাড়ির বসত ঘরে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে র‌্যাব-৯'র একটি দল তা উদ্ধারের জন্য আসেন। এসময় মাসুক মিয়া'র বাড়ি থেকে গভীর রাতে র‌্যাব সুজনকে দেখতে পেয়ে তাকে নিয়ে যায়। পরবর্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় র‌্যাবের কাছে সুজন স্বীকার করেছে বরুনী গ্রামের তবরিছ আলী, তার দুই ছেলে আজাদ মিয়া ও চাদ মিয়া তাদেরকে ভাড়া করেছেন একই গ্রামের গ্রামের মাসুক মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানোর জন্য। অবশেষে মাসুক মিয়াকে ফাঁসাতে গিয়ে সুজন মিয়া নিজেই ফেঁসে গেছেন।

স্থানীয় সুত্রে গেছে, জায়গা-জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাসুক মিয়া গং ও তবরিছ আলী গংদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মামলা-মোকাদ্দমা চলে আসছে। সর্বশেষ গত বছরের ৫ অক্টোবর রাতে তবরিছ আলী গংরা মাসুক মিয়া'কে রাস্তায় আক্রমন করে। এসময় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তার বাম হাতের দু'টি আঙ্গুল কর্তন হয়ে যায়। এঘটনায় মাসুক মিয়া'র ভাই তোতা মিয়া বাদি হয়ে বিশ্বনাথ থানায় একটি মামলা দায়ের করে ছিলেন। ওই মামলায় তবরিছ আলী ও তার দুই ছেলে'কে অভিযুক্ত করা হয়ে ছিলো। এরি জের ধরে মাসুক মিয়া ও তার পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানোর জন্যে আটকৃত সুজন মিয়া ও পালিয়ে যাওয়া আনা মিয়াকে ভাড়া করে এনে ছিলো তবরিছ আলী গংরা এমন ধারনা এলাকাবাসীর।র‌্যাব কর্তৃক সুজন মিয়া আটক ও থানা পুলিশের কাছে সোর্পদ করার সত্যতা স্বীকার করে বিশ্ননাথ থানার ওসি (প্রশাসন) আবুল কালাম আজাদ বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে এঘটনার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বেঙ্গল এয়ার ট্রাভেলস
Bengal Air Travel
Your travel partner since 1993
t:020 7375 3291
ওমরাহ বুকিং নেয়া হচ্ছে
প্যাকেজ সুবিধা সমূহ ঃ
এয়ার লাইন্স টিকেট, ভিসা, নরমেল/ ৩ ষ্টার / ৪ ষ্টার / ৫ ষ্টার হোটেল মক্কা ও মদিনা ✷ এয়ার কন্ডিশন ট্রান্সপোর্ট ✷ বিশেষজ্ঞ মোয়াল্লিম দ্বারা গাইড
আমাদের অন্যান্য সেবাসমূহ ঃ
বিশ্বের যে কোন গন্তব্যে এয়ারলাইন্সের টিকেট ইস্যু পাসপোর্ট সার্ভিস / নো- ভিসা / ট্রাভেল পারমিট প্রসেসিং, স্পন্সরসীপ ডিকলারেশন, পাওয়ার অব অর্টনি, নাম পরিবর্তন সহ ইমিগ্রেশন সমস্যার সমাধানে আমাদের সেবা গ্রহন করুন।
বাংলাদেশে দ্রুত টাকা
পাঠাতে বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন
Head office
241a Whitechapel Road, London E1 1DB
T- 02073753291 F: 02076507979
M: 07852210146 E: bengalairtravel@yahoo.co.uk
Manchester office
91 Entwisle Road,
Rochdale,
Lancs, OL16 2JJ
T-01706526940
Bangladesh Office
Biswanath overseas expres
Station Rd,
Biswanath, Sylhet
বিস্তারিত যোগাযোগ করুন
মির্জা আসহাব বেগ
মির্জা আফছর বেগ
ATOL PROTECTED

আকর্ষণীয় হেকিমী চিকিৎসা
১৯৮৫ ইং হইতে নিম্নলিখিত জটিল রোগের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি
১। হলমী
২। বাতজনিত যে কোন ভাবে আক্রান্ত
৩। ধাতু ও ধাতুজনিত যে কোন রোগ
৪। গ্যাসট্রিক ও হাতে পায়ে চাবানু কামড়ানু
৫। অর্শ্ব বা হরিশ ও গেজ
৬। শ্বাস কষ্ট বা হাফানী জনিত রোগ
উক্ত রোগে আক্রান্ত রোগীরা নিম্নলিখিত ফোন নম্বারে যোগাযোগ করুন
wbd 26 p (দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ) কবিরাজ গৌছ খান ফোন নং : 07983 222 389